দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

80

পাঠ্যপুস্তকের কবিতায় 'জেন্ডার' সমস্যা

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজকাল সন্তানদের সাথে দেখা হয় মাসে এক/দু'বার। এমনি এক সময়েই ছোট মেয়েকে পড়াতে বসে. তার এক প্রশ্নে চমকে উঠলাম। সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। জানতে চাইল, কবি কুসুমকুমারী দাস তার 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় কেবল ছেলেদের উদ্দেশ্য করেই ঐ কবিতার কথাগুলো কেন বলেছেন? মেয়েরা কি দেশের জন্য কিছু করে না? জানিনা পরম শ্রদ্ধেয়া কবি এর উত্তরে কি বলতেন?

বর্তমান যুগের চাহিদায় 'জেন্ডার' ধারণা মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক আকারের সচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছে তাতে ঐ কবিতার বিষয়টি সত্যিই চিন্তা করার মত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'জেন্ডার' নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'জেন্ডার' এখন একটি অন্যতম ইস্যু। কিন্তু আমার ছোট মেয়ে 'দেবী'-কে কেউ কখনো 'জেন্ডার' বুঝায়নি। অথচ যুগের প্রেরণা কিভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্প্রসারিত হয়, এ যেন তারই এক বাস্তব উপমা।

আমাদের প্রস্তাব আগামীতে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা" যদি এ সকল বিষয়েও (জেন্ডার) লক্ষ্য রেখে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্ধারণ করেন তাহলে ভাল হবে। অপরদিকে ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকারের গুরুত্বের ভিত্তিতে কবিতাকে পাঠ্যপুস্তকের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে, 'জেন্ডার' সমস্যা দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে শব্দার্থ বা পাদটিকা দ্বারা এর সমাধান করা যেতে পারে। যেমন- এখানে কবি যে অর্থেই বলুক, যুগের প্রয়োজনে আমরা 'ছেলে' শব্দের ব্যাখ্যায় কচি-কাঁচা বা ছেলে বয়সকে প্রাধান্য দিয়ে, ছেলেমেয়ে দু' পক্ষকেই ঐ কবিতার লক্ষ্যিত ব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝাতে পারতাম হয়তো। তবে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" সে সুযোগটি নেয়নি। নারী-পুরুষের সমতার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের অভিযানে স্রোতের সাথে, আশা করি আগামীতে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" নিজেদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করবেন।

গডফ্রে প্রাণতোষ হালদার
বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স কোয়ার্টার
রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা।